পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

ফতোয়া

রাফাহ গনহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমরা কি লেবাননের শরনার্থী শিবিরে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি পেতে পারি?

আনসারুল্লাহ বাংলা টিম কতৃক অনূদিত

প্রশ্ন #১০
উত্তর প্রদানঃ শাইখ আবু মুহাম্মদ আল মাকদিসি

প্রশ্নঃ

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

রাফাহ গনহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমরা কি লেবাননের শরনার্থী শিবিরে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি পেতে পারি?

আমরা চাচ্ছি শাইখ [আবু মুহাম্মদ আল- মাকদিসি] এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এই বিষয়টি এখন খুব গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠেছে এবং আমাদের মধ্যকার সমস্যা এখন শয়তানের হাতে, যেভাবে বলা যায়।

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্নকারি আহমেদ আব্দুল্লাহ

উত্তরঃ

আলহামদুলিল্লাহ দোয়া এবং সালাম আল্লাহ্‌র রসূলের উপর।

আল্লাহ্‌ সর্বমহান বলেনঃ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاتَّقُوا

"আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর"

আমরা আমাদের ভাইদের উপদেশ দেই তাঁরা যেন হামাসের সাথে যুদ্ধ তাদের দেশের বাইরে বিস্তৃত না করে। হ্যাঁ এইটা সত্য যে হামাস অত্যাচারি। এইটা সত্যি যে হামাস আমাদের শত্রু। শুধু তাই নয় তাঁরা হত্যাকারী অপরাধি, এবং যারা সমসাময়িক বিষয়গুলোর উপর নজর রাখেন তাদের নিকট এই ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই।

কিন্তু তা সত্বেও আমি উপদেশ দেই তোমাদের, তোমরা যেন শুধু যারা গাজাতে আছে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত কর, যারা সরাসরি জড়িত ছিল আমাদের ভাইদের রক্ত ঝরানোতে তাদের অপরাধের জন্য। প্রতিশোধ নিওনা হামাসের সেইসব অনুসারীদের উপর যারা দেশের বাইরে আছে তাদের সরকারের দ্বারা গাজার ভিতরে করা অপরাধের জন্য, কারন তাদের মধ্যে তাঁরাও আছে যারা নতুন এসে তাদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং আরও আছে তাঁরা যারা প্রবঞ্চিত হয়েছিল ও ঘটনার ফলাফল দেখে তাঁরাও অত্যন্ত শোকাহত।

আমরা এখনও অপেক্ষা করছি যে তাদের মধ্যকার বোধসম্পন্ন মানুষদের জন্য যারা তাদের আন্দোলনের অপরিপক্কতা এবং ক্ষয় হয়ে যাওয়া বন্ধ করবেন, খুব জরুরী পদক্ষেপ নিয়ে যারা অপরাধী তাদেরকে নেতৃত্বের পদ থেকে অপদস্ত করবেন এবং তাদের জায়গায় বসাবেন মুসলমানদের।

আমরা আমাদের ভাইদের সাবধান করছি এবং তাগুত ও আমাদের শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের বিষয়টির সম্ভাবনা নজর দিয়ে দেখার জন্য কারন শত্রুবাহিনীর অনেকে হামাস এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ধরনের আন্দোলনের এর মধ্যে আছে যারা মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। আমরা একদিক দিয়ে আশা করছি গোপন দুরভিসন্ধি বের হয়ে আসবে যাতে লাভবান হবে সালাফি জিহাদি আন্দোলন এবং হামাসের মধ্যে ফিলিস্তিনের বাইরে নতুন সম্মুখভাগ গরম করে দেয়ার মাধ্যমে। সাবধান! খেয়াল রেখো এর মধ্যে পড়া থেকে! এইটাই মোসাদ, সি আই এ, শিয়া, ফাতাহ এর সদস্যরা পরিকল্পনা করছে। এইখানে কোন বোধসম্পন্ন মুসলিমের প্রয়োজন নেই নিজের রক্তের বিনিময়ে তাদের খেলনা হওয়ার এবং তাদের পরিকল্পনা ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে দেওয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে।

হে আল্লাহ্ আমাদের এবং আমাদের ভাইদেরকে সঠিক অনুপ্রেরনা দিন। আমাদেরকে পরিচালনা করুন, আমাদেরকে নির্দেশনা দিন এবং আমাদেরকে সঠিকপথে রাখুন।

লক্ষ্য করুনঃ আমরা উপদেশ দিচ্ছি মানুষদের প্রচলিত প্রবাদ "শয়তানের হাতে" ব্যবহার না করার জন্য যদিও এইটা এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে রূপক হিসেবে, যা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে শয়তান যে কোন সময় আমাদের প্ররোচিত এবং উষ্কিয়ে দিতে পারে যে কোন মূহুর্তে সংঘাতের দিকে। অন্যথায় নিয়ম হচ্ছে আমরা নির্ভরশীল আল্লাহ্র পূর্বনির্ধারিত নিয়তি এবং উনার বিচারের উপর, কোন অশুভ শক্তি বা অন্য কিছুর উপর নয়।

এইটার পক্ষে সাক্ষ্য হচ্ছে নবী সল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লামের নিষেধ শয়তানকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য যখন একজনের শোয়ারি পশুর পদস্ফলন ঘটে তখন। এর কারন হচ্ছে এতে তাকে সম্মানিত করা হয় এবং সে তখন গর্বিত হয়, কারন মানুষ যখন পশুর পদস্ফলনের জন্য শয়তানকে অভিশাপ দেয় যেন শয়তান এর জন্য দায়ী।